চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

"নাছিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি পার্ক" উদ্বোধন করলেন সিটি মেয়র।

চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়ারি-২০১৯ ইংরেজী ।

আজ বুধবার সকালে দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে আধুনিকায়ন ও সংস্কারকৃত "সোসাইটি পার্ক"র উদ্বোধন করেন সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন। উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ ইদ্রিছ, সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান, কমিটির সদস্য মোঃ আলমগীর পারভেজ, আলাউদ্দীন আলম, প্রকৌশলী জেড.এস. মোঃ বখতেয়ার, মোঃ নূরুল ইসলাম (মিন্টু), মোঃ রাশেদুল আমিন, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম (শাহীন), ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সদস্য মোহাম্মদ সাজ্জাদ এবং নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী। এই সময় অন্যান্যের মধ্যে সোসাইটি পার্ক উন্নয়নের স্পন্সর প্রতিষ্ঠান জুমাইরা হোল্ডিং লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সিটি মেয়র বলেন, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে বসবাসরত শিশুদের বিনোদন ও প্রবীণদের হাঁটা-হাঁটির জন্য নবরূপে আধুনিক সাজে এই পার্কের উন্নয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর দায়িত্ব গ্রহনের পর হতে একে একে সোসাইটির প্রত্যেকটি আবাসিক প্রকল্পে সার্বজনীন নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই আলোকে প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোসাইটির এই পার্কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে সহযোগিতা করেছে চট্টগ্রামের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান পিএইচ পি ফ্যামিলি ও জুমাইরা হ্যোল্ডিং লিঃ ।সার্বিক এই সহযোগিতার জন্য মেয়র পি.এইচ.পি ফ্যামিলি ও জুমাইরা হোল্ডিং লিঃ কে ধন্যবাদ জানান। মেয়র আরো বলেন , ভবিষ্যতে আমরা নাসিরাবাদ এলাকার পার্কের মত খুলশীসহ হাউজিং সোসাইটির অন্যান্য হাউজিং-ও শিশু পার্কের নির্মানের কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুরু করা হবে। দীর্ঘ দিন জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা পার্ক, মসজিদ, কবরস্থান, সোসাইটি কার্যালয়, অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর বহুতল ভবন নতুনরূপে সাজাতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এই সোসাইটির প্রত্যেকটি সড়কের সংস্কার ও এলইডি বাতি দ্বারা আলোকায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রামের দৃশ্যমান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সকলের সহযোগিতায় সোসাইটির সার্বিক উন্নয়ন। এভাবেই এগিয়ে যাবে দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ । এ সময় সোসাইটির সদস্যদের এবং দেশ-জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে মুনাজাত পরিচালনা করেন নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ নুরুল আমিন। পরে মেয়র সোসাইটি পার্কে শিশুদের জন্য স্থাপিত খেলনা সমূহ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

মোহরায় ১ হাজার অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করলেন মেয়র

চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়ারি-২০১৯ ইংরেজী ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে দারিদ্রতা কমবে। আর দারিদ্রতা বিমোচন করা গেলে দেশের মানুষ আত্মনির্ভর্শীল হয়ে উঠবে। তাই দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সন্তান যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সামনের বছর এই স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমে আরো নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আজকে আমাদের দারিদ্রতা সম্পুর্নভাবে নিরসন করা যায়নি বলে অস্বচ্ছল ও হতদরিদ্ররা এখনো সাহায্য-সহায়তার জন্য পরমুখাপেক্ষি হন। বিগত দশ বছরে দারিদ্রের হার ৪২ থেকে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারের এ ধারাবাহিকতার কারনে আগামীতে এই দারিদ্রতার হার আরও কমে আসবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্রমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য শতভাগ মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করার প্রয়াসে সরকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে ১লা জানুয়ারিতে বিনামূল্যে একযোগে নতুন বই বিতরন সহ উপবৃত্তি কর্মসূচীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই কর্মসূচীর আলোকে সারাদেশে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামুল্যে ৩৫ কোটি ২১লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৮২টি নতুন বই বিতরণের কথা উল্লেখ করেন মেয়র। তিনি আজ বুধবার দুপুরে মোহরা ওয়ার্ড কার্যালয় প্রাঙ্গনে সামাজিক সংগঠন প্রজন্ম বাংলার উদ্যোগে হত দরিদ্র ও অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ কালে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ১ হাজার অস্বচ্ছল মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়। বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক খানের সভাপতিত্বে সংগঠনের সভাপতি আরিফুর রহমান সোহেল ও সাধারন সম্পাদক ইমরান হোসেন জনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজনীতিক খালেদ হোসেন খান মাসুক, ইমতিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী, মো. ফয়সাল খান, মো. এসকান্দর আলী, মো. রোবায়েত হোসেন, মো. ওসমান গনি, নঈম উদ্দিন খান, এস এম আলী আকবর, মো. ইকবাল হোসেন জিকো, হানিফ খান প্রমুখ।

বিমান বন্দর সড়কের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ উদ্বোধন করলেন মেয়র

নগরীতে ৩৮২ কোটি টাকার সড়ক, ব্রীজ ও আলোকায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু

চট্টগ্রাম-৩০শে জানুয়ারি-২০১৯ইংরেজী।

এডিপি'র অর্থায়নে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বর্পুণ সড়ক এবং ব্রীজ সমুহের উন্নয়নসহ আধুনিকায়ন,যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। প্রকল্পের প্রাক্কালিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮২ কোটি টাকা । বিমান বন্দর সড়কটি এই প্রকল্পের আওতাধীন। বিমান বন্দর সড়কটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য একে কয়েকটি ফেইজে ভাগ করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

গতকাল সকালে সিমেন্ট ক্রসিং মোড়-এ ফলক উম্মোচন করে বিমান বন্দর সড়কের ফুটপাত ড্রেইন নির্মাণ ও সৌন্দর্যকরণ (লট -১) এর কাজ উদ্বোধন করলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম নাছির উদ্দীন। উদ্বোধনকালে সিটি মেয়রের সাথে ছিলেন স্বাগতিক কাউন্সিলর আলহাজ্ব মোঃ জিয়াউল হক সুমন,আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ চৌধুরী, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহানুর বেগম, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আসলাম, চসিক তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার হোসাইন,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলহাজ্ব আবু ছালেহ,নিবার্হী প্রকৌশলী অসীম বড়ুয়া,সহকারী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম,উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী ও রেজাউল করিম সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । লট-১এর অংশ হিসেবে সিমেন্ট ক্রসিং মোড় থেকে বিমান বন্দর রোড়ের ৭নং ব্রীজ পর্যন্ত সড়কের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হবে সাড়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। বিমান বন্দরের অপারাপর অংশের উন্নয়নের জন্য লট .২,৩,৪ ও ৫ রয়েছে।

এই উপলক্ষে সিমেন্ট ক্রসিং মোড়ে এক সমাবেশ অনষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাউন্সিলর হাজী মোহাম্মদ জিয়াউল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম নাছির উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিটি মেয়র বলেন সবদিক থেকে নগরবাসী যেন বিশ্বমান শহরে বসবাস করতে পারে সেই চেস্টা করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। নগরীর সড়ক,ফুটপাত ও মিডআইল্যান্ড সৌন্দর্যকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে আসছে। মেয়রের দায়িত্ব পালনকালে নগরে অবকাঠামোগত খাতে গত সাড়ে ৩ বছরে ৪ হাজার ৮৮২ কোটি টাকার কাজ করা হয়েছে। এত কর্মযজ্ঞ কর্পোরেশনের ইতিহাসে বিরল। বর্তমান সরকারে ধারাবাহিকতায় বিগত বছরের চেয়ে নগর উন্নয়নে আগামীতে আরো গতি পাবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। সরকারে উন্নয়ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন পৃথিবীর কোন দেশ

এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সাধন করতে পারছে না কিনা জানি না । তবে বর্তমান সরকার সেই অসাধ্য সাধন করেছে। টানা ১০ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সুফল তুলে ধরে সরকারের ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন বলেন এর ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহানুর বেগম,কাউন্সিলর আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ চৌধুরী ও গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী। অন্যান্যে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিক হারুনুর রশিদ,আবু তাহের মোহাম্মদ আজম,সেলিম,আবদুস মালেক,হাজী মোঃআবদুর রউফ,মোহাম্মদ ইলিয়াছ,ও সেলিম রেজা প্রমুখ। উদ্বোধনের পর দেশ জাতি সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন